এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক
২০০০

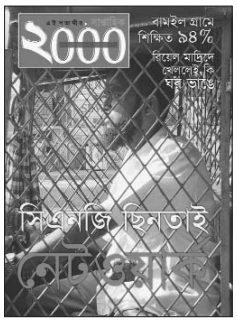

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাজধানীকে দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় পুরনো সকল টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের স্কুটার। রাজধানীতে নামানো হয় সিএনজি অটোরিকশা। প্রাথমিক পর্যায়ে সিএনজি অল্প মাত্রায় থাকায় মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে। তবু দূষণমুক্ত পরিবেশের কথা ভেবে মানুষ তা মেনে নেয়।

বিগত দিনগুলোতে সিএনজি নিয়ে হয়েছে রমরমা ব্যবসা। ভারত থেকে আনা ৮৫ হাজার টাকার সিএনজি বিক্রি হয়েছে তিন লাখ টাকায়। মনোপলি ব্যবসার সুযোগ দেয়া হয়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে। শুধু বিক্রি করে নয় সিএনজি নিয়ে হয়েছে রেজিস্ট্রেশন, সিএনজি ফিলিং স্টেশন। সব কিছু নিয়েই সরকারের সুবিধাভোগী একটি মহল অর্থ আয়ের প্রতিযোগিতায় নামে। ভোগান্তি বাড়ে স্কুটার ড্রাইভারদের। মালিককে প্রতিদিন জমা হিসেবে দিতে হচ্ছে পাঁচশ টাকা। সংঘবদ্ধ চক্রের স্কুটার ছিনতাই, মালিক ও ড্রাইভারদের ওপর নতুন ভোগান্তি নিয়ে এসেছে। সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারীদের হাতে জিম্মি এখন ড্রাইভার ও স্কুটারের মালিক। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে সিএনজি ছিনতাই নেটওয়ার্কের এক সংঘবদ্ধ চক্রের সন্ধান বেরিয়ে এসেছে। এদের কারণে ঢাকা শহর এখন সিএনজি ছিনতাইয়ের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

সিএনজি ছিনতাইয়ের সঙ্গে কারা জড়িত পুলিশ প্রশাসন তা জানে। ছিনতাইকারীদের নায়ক জাকির দাবি করে খিলগাঁও থানার ওসি তার বন্ধু। আবার ছিনতাইকারী সবাই সিএনজি ছিনতাই করে না। ঢাকা শহরে কিছু গাড়িতে লেখা AC । তাই AC দিয়ে বোঝানো হয় এমিকাস। জনশ্রুতি আছে AC লেখা গাড়ি একটি 'বিশেষ ভবনের'। এ শহরে রয়েছে পুলিশের অনেক কর্মকর্তার গাড়ি। তাদের সিএনজি ছিনতাই হয় না। কার্যত সিএনজি ছিনতাইয়ের সঙ্গে এখন ছিনতাইকারী, পুলিশ প্রশাসন, প্রভাবশালী মহলের অলিখিত সখ্য গড়ে উঠেছে। এ সখ্য শুধু সিএনজি ছিনতাই বা চুরিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদের অভূতপূর্ব মিল।

এ সব কারণে আমরা জাতি হিসেবে বিশ্বের সামনে তীব্রভাবে সমালোচিত হচ্ছি। দুর্নীতিতে হচ্ছি এক নম্বর দেশ। এ অশুভ অপতৎপরতা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে হবে জাতিকে।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০*
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com